বেগম রোকেয়া আমাদের পথপ্রদর্শক

৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস, ২০২১

ভারতীয় উপমহাদেশের নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। তিনি একাধারে একজন বাঙালি চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। বাঙালি মুসলমান সমাজ যখন সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতায় আবদ্ধ ছিল; তৎকালীন নারী সমাজের শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। তিন ভাই, তিন বোনের মধ্যে রোকেয়া ছিলেন পঞ্চম। তার বাবা আবু আলী হায়দার সাবের বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী হলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল। বড় দুই ভাই-বোনের সহযে-াগিতায় তিনি গোপনে শিক্ষালাভ ও সাহিত্য চর্চা করেন।

-১৮৮০: সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুরের মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

-১৮৯৮: সালে বিহারের ভাগলপুরের সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

-১৯০২: সালে সাহিত্যিক হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

-১৯০৪: সালে মতিচূর প্রবন্ধগ্রন্থে রোকেয়া নারী-পুরুষের সমকক্ষতার যুক্তি দিয়ে নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় আহ্বান জানিয়েছেন এবং শিক্ষার অভাবকে নারীপশ্চাৎপদতার কারণ বলেছেন।

-১৯০৫: সালে প প্রথম ইংরেজি রচনা "সুলতানাজ ড্রিম" এর মাধ্যমে তিনি সাহিত্যিক হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

-১৯০৯: সালে তিনি ভাগলপুর সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন।

-১৯১১: সালে তিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন

-১৯১৬: সালে তিনি মুসলিম বাঙালি নারীদের সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন

-১৯২৪: সালে তার রচিত উপন্যাস পদ্মরাগ

-১৯২৬: সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারী শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন

-১৯৩০: সালে বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন

-১৯৩১: সালে তার রচিত অবরোধ-বাসিনীতে তিনি অবরোধপ্রথাকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছেন

-১৯৩২: সালের ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন

-২০০৪: সালে বিবিসি বাংলার 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী' জরিপে ৬ষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছিলেন বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়া
(১৮৮০-১৯৩২)

১৯০২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নভপ্রভা' পত্রিকায় ছাপা হয় "পিপাসা"। বিভিন্ন সময়ে তার রচনা নানা পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। ১৯০৫ সালে প প্রথম ইংরেজি রচনা "সুলতানাজ ড্রিম" এর মাধ্যমে তিনি সাহিত্যিক হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিত হয়ে ওঠেন। সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৫) নারী-বাদী ইউটোপিয়ান সাহিত্যের ক্লাসিক নিদর্শন বলে বিবেচিত। তাঁর 'সুলতানার স্বপ্নকে' বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে ধরা হয়। তিনি বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত এবং প্রথম বাঙালি নারীবাদী। তিনি প্রথম নারীদের সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার কথা ভেবেছিলেন।

বেগম রোকেয়া তার লেখনীর মাধ্যমে, সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দকে বিসর্জন দিয়ে হাজার নারীর মাঝে তার চেতনা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার অনুপ্রেরণামূলক কাজ বর্তমান নারীদের এতদূর নিয়ে এসেছে। নারীদের কাছে একজন অনুপ্রেরণীয় ব্যক্তিত্ব। নারী শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন বেগম রোকেয়া। নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে লড়েছেন গোটা সমাজের সাথে। তাঁর মূল্যবোধ ছিল, "শিক্ষা লাভ করা সব নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের সমাজ সর্বদা তাহা অমান্য করেছে"। তিনি আরও বলেন, "মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিনী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ নারী-রূপে পরিচিত হইতে পারে"।
সময়কে ছাপিয়ে নিজ কর্মগুণে নারীমুক্তি তথা মানবমুক্তির পথে

অবিস্মরনীয় এক নাম বেগম রোকেয়া। তাঁর বিভিন্ন লেখায় তিনি নারীদের মানসিক ভাবে নিজেদের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে প্রেরণা দিয়েছে, "ভগিনীরা! চুল রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন, অগ্রসর হউন! মাথা ঠুকিয়া বলো মা! আমরা পশু নই; বলো ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বলো কন্যে আমরা জড়োয়া অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্ধুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বলো আমরা মানুষ।" অধিকার আদায়ে সচেতন বেগম রোকেয়া বাংলার নারীদের পথপ্রদর্শক। সমাজের অর্ধেক অংশ নারী, এই নারীদের বাদ রেখে যে কোন ভাবেই কোন উন্নয়ন সম্ভব নয় তা তিনি উল্লেখ করে গেছেন প্রায় ১০০ বছর আগে, "আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপ? কোনো ব্যক্তি এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্য তাহাই"

বেগম রোকেয়া ছিলেন আত্মশক্তিতে বলীয়ান। অনেক দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়েও নিজেকে কখনো অসহায় ভাবেননি। নারী শিক্ষার গুরুত্ব তিনি তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছিলেন। তিনি কখনোই নারীতান্ত্রিক কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন, নারী ও পুরুষ উভয়ই যেন সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাঁচেন। পরিবার, সমাজ সব ক্ষেত্রে নারীদের বিচিরনের গুরুত্ব অনুধাবন করেন বেগম রোকেয়া। "যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না; সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে"। তিনি নারী-পুরুষকে একটি গাড়ির দুটি চাকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। নারীকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, নারীর পরাধীনতায় হয়েছিলেন সোচ্চার। বর্তমানে নারীদের ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার, কর্মসংস্থানের সুযোগ হতো না। যদি কেউ নিজ থেকে উদ্যোগ না নিতেন। অথবা নারীশিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারতেন।

সংসারের চার দেয়ালের বাইরেও যে একটা জগত আছে, আর সেখানেও স্বাধীন ভাবে বাঁচা যায় তা সেই সময়ের নারীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বেগম রোকেয়া। শিক্ষার পাশাপাশি আত্মমুক্তির জন্য যে প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সেজন্যও বেগম রোকেয়া নারীদের অগ্রসর করতে চেয়েছেন, "আমরা উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকর্মে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?" বেগম রোকেয়ার অবদানকে স্মরণ করে তার জন্ম ও মৃত্যু দিন, ৯ ডিসেম্বর, "রোকেয়া দিবস" হিসেবে পালন করা হয়।

সরকারের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। বেগম রোকেয়া দিবস বাংলাদেশে সরকারিভাবে পালিত একটি জাতীয় দিবস। এই দিন বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা নারীদের বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করে।

রোকেয়ার সময়ে পুরুষতন্ত্রের স্বরূপ এবং বর্তমান সময়ে পুরুষতন্ত্রের স্বরূপের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। এখন থেকে একশত বছর আগের পুরুষতন্ত্রের ধারাবাহিকত-াতেই এই সমাজ চলছে। শিক্ষিতের হার বেড়েছে এবং পৃথিবী প্রগতির দিকে এগিয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু মানসিকতা সেই অর্থে বদলায়নি। রোকেয়া সমাজের সঙ্গে সহনশীল ভূমিকা রেখে অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রকে অনেকটা মেনে নিয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন। আমাদেরকে একটা বিষয় বিশেষভাবে ভাবতে হবে যে, মধ্যযুগের মতো অন্ধকার সময়ে রোকেয়ার ভূমিকা যদি সহনশীল না হতো তাহলে নারীমুক্তির সুদূরপ্রসারী এই আন্দোলন বেগবান হতো না; কতটা বিচক্ষণতার, বুদ্ধিমত্তার এবং আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন।

রোকেয়া পুরুষতন্ত্র, পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে যত লিখেছেন, প্রতিবাদ করেছেন এবং রুখে দাঁড়িয়েছেন ঠিক ততই এর পাশাপাশি তিনি নারীপুরুষ সম্মিলিত চলার এবং সমতার জীবনযাপনের কথা বলেছেন জোর দিয়ে। নারীপুরুষ উভয় উভয়ের পরিপূরক, এই বিষয়টা গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। রোকেয়ার চোখে নারীপুরুষ সমান ছিল বলে পুরুষের মন ও চোখ থেকে নারী নিয়ে নেতিবাচক ভাবনার টাবু ভাংতে চেয়েছেন। তিনি পুরুষতন্ত্রের একটি কাঠামোকেও বাদ দেননি আক্রমণ করে ধ্বস নামাতে। রোকেয়ার চোখে যেই পুরুষতন্ত্র ছিল এখনো প্রায় একই পুরুষতন্ত্র আমরা দেখতে পাই। সময়ে কি আজও কিছু বদলেছে?

জাতীয় সচিবালয়
বাড়ী-১৩, সড়ক-২, শ্যামলী
ঢাকা-১২০৭